

হাসপাতাল, জেল হাসপাতাল, বন্দর হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে তিনজন ছাত্রত্রৈক্য কর্মী ও দুজন শিবিরকর্মী বলে জানা গেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রত্রৈক্য আপামী বৃহস্পতিবার অর্ধদিবস হরতালে ডেকেছে।

গোলাম আযমের আপমনাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ছাত্রত্রৈক্যের ঘোষিত কর্মসূচির মোকাবেলায় প্রশাসন ব্যাপক প্রকৃতি গ্রহণ করে। পুলিশ, বিডিআর, রিজার্ভ পুলিশ, আর্মড আলসারসহ প্রায় দশ হাজার সদস্যের মিলিত বাহিনীর পাশাপাশি প্রায় সমসংখ্যক জনমাত শিবিরের আর্মড ক্যাডার গভরনতেই লাঙ্গদীঘি মাঠ ও আশপাশের এলাকার দখল নিয়ে নেয়। জনমাত শিবির কর্মীরা মাথায় হলুদ পট্টি বেধে গজারি কাঠ ও গর্জন কাঠের বড় বড় নাঠি ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লাঙ্গদীঘিমুখী সর্বকটি সড়কে অবস্থান নেয়। তারা পথচারীদের তল্লাশি আর জিজ্ঞাসাবাদ করে। আজ মঙ্গলবার ছাত্রত্রৈক্য হরতাল ডেকেছিল। কিন্তু পুলিশ বিডিআর কোথাও কোনও পিকেটারকে মাঠে নামতে দেয়নি। সকাল থেকে ছাত্রত্রৈক্য কর্মীরা কয়েক দফা মিছিল বের করার চেষ্টা করে। পতিনারই পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সকাল সাতটায় ও নটায় নিউমার্কেট চত্বরে ছাত্রজনতার সাথে পুলিশ বিডিআরের দুদফা সংঘর্ষ হয়। সকাল থেকেই নগরীর বিভিন্ন স্থানে বোমা ককটেল বিস্ফোরিত হতে থাকে। বেলা দুটোর পর পরিষ্কৃতির অবনতি ঘটেতে থাকে। বেলা তিনটায় লাঙ্গদীঘি ময়দানে হাজার হাজার পুলিশ বিডিআর ও শিবিরের আর্মড ক্যাডারের নিশ্চিহ্ন প্রহরায় জামাতের জনসভা শুরু হবার পর পর পরিষ্কৃতির চরম অবনতি ঘটে। সর্বদলীয় ছাত্রত্রৈক্য কর্মীরা শহীদ মিনার চত্বরে সমাবেশ শেষে সিনেমা প্যালেসের সামনে দিয়ে লাঙ্গদীঘির দিকে এগোতে চাইলে বিডিআর তাদের ওপর লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। বাধা পেয়ে ছাত্র জনতা পেছনে সরে গিয়ে দোস্ত বিল্ডিং চত্বরে সমাবেশে মিলিত হয়। ছাত্র জনতা সেখানে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শপথবাক্য পাঠ করে। এরপর প্রায় হাজার পাঁচেক ছাত্র জনতার বিরাট মিছিল কোট রোডের দিকে এগোতে থাকে। বিডিআর মিছিলে কয়েক দফা বাধা দেয়, লাঠিচার্জ করে ও টিয়ারগ্যাস ছোঁড়ে। জিপির সামনে ছাত্র জনতার সাথে বিডিআর ও শিবির কর্মীদের সংঘর্ষ বাধে। ছাত্র জনতা তা উপেক্ষা করে তিনটি ব্যারিকেড পর পর ভেঙে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন ভবনের সামনে এলে শিবির ক্যাডারদের জায়গা করে দিয়ে বিডিআর সদস্যরা শেষে চলে আসে। এ সময় প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দে শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জামাতের জনসভায় বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। লোকজন ছোট্টাছুটি করতে থাকে। বেলা ৪টা ৪৫ মিনিটের দিকে শিবির কর্মীদের ছোড়া গুলিবিদ্ধ হয়ে ছাত্রত্রৈক্য কর্মী ও সরকারি সিটি কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্র এহসানুল হক মনি (১৮) আহত হলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।

নাই, সংবাদও অনেক খবর রাখেনি। অন্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, মিহত ৬, আহত ৪ শতাধিক। নিহতদের মধ্যে মণি ছাড়াও আরও দুজন ছাত্র ঝায়ের (২০), আর শাহিন (১৭) আছে। আজকের সন্ধ্যার বর্ণনাটি এরপর এরকম, বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে '৭১-এর নরঘাতক, নারীধর্মশ ও অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের নায়ক যুদ্ধাপরাধী

গোলাম আযম ৪টি সশস্ত্র গাড়ি ও অস্ত্রধারী শিবির ক্যাডার পরিবেষ্টিত হয়ে লালদীঘির মাছ উপস্থিত হয়। আন্দর কিব্রাহ শাহী জামে মসজিদস্থ ইসলামি একাডেমি থেকে সে লালদীঘির ময়দানে আসে। এ সময় ওখান থেকে ৪টি অস্ত্র বোঝাই বক্তাসহ মাইক্রোবাস নিয়ে সমাবেশস্থলে এসে বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিটে অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে বক্তব্য শেষ করে স্বাতন্ত্র্য গোলাম আযম পৌনে ছ'টায় সমাবেশ হল ত্যাগ করে। সমাবেশে শুধু অস্ত্রধারী জামাত শিবির ক্যাডাররাই উপস্থিত ছিল। স্বাতন্ত্র্য গোলাম আযম কয়েক মিনিট বক্তব্য রাখে।

এরপর আরও অনেক কিছু ঘটে। কোথাও কোনও ঘটনা খোঁজে থাকে না। আমি ছুটি মৃত্যুর সঙ্গে মৃত্যুর মত বসে থাকি।

ড. কামাল হোসেন চট্টগ্রাম থেকে জামাতের তাওবনীলা সচক্ষ দেখে এসে প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের যারা সহযোগিতা করবে তাদেরকে জাতি ক্ষমা করবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংবিধান আজ জামাত শিবিরের হাতে বিপন্ন হচ্ছে। এই দেশ এবং রাষ্ট্রকে তারা আরও ধ্বংস করার চক্রান্ত করবে। কামাল হোসেন গোলাম আযমের উদ্দেশে বলেন, আপনি '৭১-এ ডুল করেছেন বলে স্বীকার করেছেন, আপনার ডুলের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ খেসারত দিয়েছে। আজ আবার যে সশস্ত্র তৎপরতা চালাচ্ছেন, এই ক্ষতি জাতি আর বহন করবে না। একজন নাগরিক হিসেবে এই সরকারকে আমি কিছুমাত্র দিচ্ছি অস্ত্রধারীদের হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য। সরকার যদি তা না করে আমাদের সকলের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট টিএসসিতে একটি আলোচনা-অনুষ্ঠান করেছে। বিষয় হচ্ছে, প্রজ্ঞাবিত রাসফেমি আইন নির্যাতনের নয়া হাতিয়ার। ব্যারিস্টার সারা হোসেন মূল প্রবন্ধ পড়েছেন। সাবেক বিচারপতি কে এম সোবহান, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, কামাল মোহাম্মদ, আনিসুজ্জামান, আলী যাকের, আলশা খানম বক্তৃতা করেছেন। সকলেই রাসফেমি আইনের বিরুদ্ধে বলেছেন।

চট্টগ্রামে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ হচ্ছে চারদিকে। ছাত্রসমাজ তিবিশ তারিখে সারাদেশে হরতাল ডেকেছে।

শুয়ে ছিলাম। চোখদুটো সাদা দেয়ালের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুয়ে ছিল। শুয়ে ছিল একটি হাত বুকে। আরেকটি হাত মাথার পেছনে। শুয়ে ছিল পা দুটো মেঝেয়। শুধু শুয়ে ছিল। প্রাণহীন অঙ্গগুলো এভাবেই শুয়ে ছিল। মৃত্যুর মত শুয়ে ছিল।